তারিখ ... 8 JUL 2008 ...
পৃষ্ঠা - ৬ - কলাম - ১

সংবাদ

কলেজের মানোন্নয়নের বিকল্প নেই

এসএসসিতে ভাল ফলাফলের পরও অনেক ছাত্রকে পছন্দের 'ভাল' কলেজে ভর্তি হওয়ার নিশ্চয়তা কে দিতে পারছে না। ভাল মানের কলেজে আসন সংখ্যার চেয়ে ভাল ফলাফলকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি থাব এবারও ভর্তির ক্ষেত্রে দেখা দেবে সমস্যা। আর এ সঙ্কট আরও ঘনীভূত হচ্ছে নামকরা কলেজগুলোর ক্ষে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে মধ্যম বা সাধারণ মানের কলেজে ভর্তি হয়ে খুশি থাক হবে। সব মিলিয়ে এবার উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি নিয়ে কলেজ-শিক্ষার্থী-অভিভাবক পর্যায়ে দুশ্চিন্তার অন্ত নে এই অবস্থা সরকারকেও একটা অসহায় অবস্থায় ফেলতে পারে এবং ভর্তি প্রশ্নে সরকারও টেনশনমুক্ত ন এর সমাধান হতে পারে মধ্যম মানের কলেজগুলোকে ভাল মানে এবং নিম্নমানের কলেজগুলোকে মধ্যম মা কলেজে উন্নীতকরণের মধ্য দিয়ে। বেসরকারি কলেজগুলোর ক্ষেত্রেই জোরটা দিতে হবে বেশি।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) তথ্য অনুযায়ী, সারাদেশে উচ্চ মাধ্যা শ্রেণীতে ভর্তিযোগ্য কলেজ ২ হাজার ৭৯৪টি। এসব কলেজে মোট আসন সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪ লাখ। এ ব কেবল এসএসসিতেই উত্তীর্ণ হয়েছে ৫ লাখ ২৬ হাজার ৫৭৬ জন। উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তির সুযোগ আছে এ কলেজগুলোর মধ্যে সরকারি কলেজ ২৪১টি। এগুলোতে আসন আছে ৯২ হাজার ৩৮৬টি। অন্যদি বেসরকারি কলেজের সংখ্যা ২ হাজার ৫৪৩টি। এগুলোতে আসন আছে ৩ লাখ ৭০ হাজার ৯১৪টি। হি মতে, এবার প্রায় ৭৬ হাজার শিক্ষার্থীর ভর্তির সুযোগ না পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। দাখিল এবং ভোকেশন এসএসসি পাসের পরও অনেকে সাধারণ কলেজে ভর্তির জন্য ভিড় করে থাকে। আমাদের একটি সহযে দৈনিক এ বিষয়ে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে। এই ৩ অবস্থা নিয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে মহাসঙ্কটই অপে করছে বলে বিশিষ্টজনরা মনে করছেন।

আবার সার্বিক ভর্তির সুযোগের পাশাপাশি এ বছর ভাল ফলাফলকারীদের ভর্তির ক্ষেত্রেও নতুন সঙ্ক আশঙ্কা রয়েছে। রেকর্ড জিপিএ-৫সহ উচ্চ সারির জিপিএপ্রাপ্তদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দেখা দেবে এ অব হিসাব অনুযায়ী, এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪১ হাজার ৯১৭ জন। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডেই ১৮ হাজার ৯ জন। আর এই ১৮ হাজারের মধ্যে ঢাকা মহানগরীর কলেজগুলো থেকে পেয়েছে প্রায় ১১ হাজার। ড রাজধানীতে ভাল মানের ১০টি কলেজে আসন আছে মাত্র সাড়ে ৯ হাজার। রাজধানীতে মোট ১৩৫টি কে আছে। সারাদেশের ভাল ফলাফলকারীদের অনেকেরই ঢাকায় ভর্তির জন্য ছুটে আসার চাপ রয়েছে।

ভর্তির ক্ষেত্রে রাজধানীর ভাল কলেজগুলোতে এ বাস্তবতা থাকলেও এবার কোথাও আসন সংখ্যা বা না। আবার অধিকাংশ কলেজ ভাল ফল ছাড়া ভর্তি করতেও আগ্রহী নয়। ফলে মধ্যম মানের ছাত্রছাত্রী জন্যও বিপদই অপেক্ষা করছে। ভাল প্রতিষ্ঠানে পড়তে চাইলে এবার বরং ঢাকার শিক্ষার্থীদের অনে ভর্তির জন্য রাজধানীর বাইরে চলে যেতে হবে বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদরা। আমরা জানি, গত বছর ব ক্ষেত্রে একই সঙ্কট দেখা দিয়েছিল।

এবার জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা গতবারের প্রায় দ্বিগুণ হওয়ায় কাঙ্ক্ষিত 'ভাল কলেজে' হওয়ার সঙ্কট আরও বেড়েছে। কারণ সব ভাল ফল করা ছাত্রই 'ভাল' কলেজে ভর্তি হতে চায়। কিন্তু কলেজ একদিনে তৈরি করা সম্ভব নয়। বিদ্যমান বেসরকারি কলেজগুলোকেই 'ভাল' কলেজে উন্নীত ক হবে। সরকারকেই এসব কলেজকে ভাল কলেজে উন্নীত করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। বেসরকারি কে সরকারের কাছ থেকে শতভাগ বেতন নেয়। সুতরাং তারা এক অর্থে সরকারের কর্মচারী। তাই সরকা উচিত হবে মনিটরিং বাড়িয়ে সব কলেজকে ভাল ফল করাতে বাধ্য করা। শুধু টাকা দিলেই দায়িত্ব শেষ না। সব কলেজকেই একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী চলা, পাঠদান নিশ্চিত, নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণ, খ দেখা, ফল প্রকাশ, শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি নিয়মিত মনিটরকরণ, ক্লাসে ৮০ ভাগ উপস্থিতি, পাস না ক প্রমোশন বন্ধ, জবাবদিহিতা নিশ্চিত এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটা নিশ্চিত করা সরকারের দায়ি এটা করতে পারলে মধ্যম মানের বেসরকারি কলেজগুলোকে ভাল কলেজে উন্নীতকরণের সুযোগ সৃষ্টি হ ভাল কলেজের সংখ্যা বাড়বে। সঙ্কট নিরসনে ভাল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধির বিকল্প নেই। আর এসব ব করতে পারলে ভর্তির ক্ষেত্রে সঙ্কটও হ্রাস পাবে।